বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) আইন-২০১৭

তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের ২৬-০৫-১৯৬২ তারিখের রেজুলেশন নং-সি এন্ড পি-৯(১১)/৬২ এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট সেন্টার (পিটাক) এবং স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) হিসাবে নামকরণকৃত কেন্দ্রটি শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি, কারিগরি পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকারের বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত রেজুলেশন বা বাইলজ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে; উক্ত রেজুলেশন বা বাইলজ রহিতক্রমে পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে অন্যান্য খাতের পাশাপাশি শিল্প খাতের অবদানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার লক্ষ্যে আনীত

বিল

যেহেতু উক্ত রেজুলেশন বা বাইলজ রহিতক্রমে পুন:প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- এই আইন বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) আইন-২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।-

(১) 'বিটাক' বলিতে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) Bangladesh Industrial Technical Assistance Centre (BITAC) বুঝাইবে;

(২) 'চেয়ারম্যান' বলিতে বিটাক 'পরিচালনা পর্ষদ' এর 'চেয়ারম্যান' বুঝাইবে;

(৩) 'মহাপরিচালক' বলিতে বিটাক-এর মহাপরিচালক বুঝাইবে।

(৪) 'পরিচালনা পর্ষদ' বলিতে বিটাক-এর 'পরিচালনা পর্ষদকে' বুঝাইবে;

(৫) 'কমিটি' বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠিত কমিটি/কমিটিসমূহ বুঝাইবে;

৩। বিটাক-এর প্রতিষ্ঠা।-

এই আইন জারী হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট সেন্টার (পিটাক) যাহা ২৬ মে ১৯৬২ তারিখ হইতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) নামে কার্যকরী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। **প্রধান কার্যালয়**।- বিটাকের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

৫। কার্যাবলী।-

(১) কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্পে নিয়োজিত/শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতার মান উন্নয়ন করা;

(২) গবেষণার মাধ্যমে উন্নতমানের পণ্য/প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে হস্তান্তর করা;

(৩) আমদানী বিকল্প খুচরা যন্ত্র/যন্ত্রাংশ তৈরি ও মেরামতের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম গতিশীল করা;

(৪) সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন ও দেশীয় কাঁচামালের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করা;

(৫) সেমিনার, দলবদ্ধ আলোচনা, প্রকাশনা, প্রদর্শনী, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সকল উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের প্রসার ঘটানো; এবং

(৬) কারিগরি ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী সংস্থার সহিত প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি পরীক্ষা ও কারিগরি উপদেষ্টা বিষয়ক কার্যে যৌথ কারিগরি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করা।

৬। **সাধারণ পরিচালনা**।- পরিচালনা পর্ষদ বিটাকের সকল কার্য সম্পাদন ও উহার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৭। **পরিচালনা পর্ষদ গঠন**।- নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হইবেঃ

(১)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারম্যান
(২)	মহাপরিচালক, বিটাক	সদস্য
(৩)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (বিটাক উইং), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
(৫)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
(৬)	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
(৭)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয়	সদস্য
(৮)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
(৯)	পরিচালক, এনপিও	সদস্য
(১০)	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
(১১)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
(১২)	বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
(১৩)	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)	সদস্য
(১৪)	অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	সদস্য
(১৫)	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য
(১৬)	সভাপতি, আইইবি	সদস্য
(১৭)	বিসিআইসি'র প্রতিনিধি (পরিচালকের নিম্নে নয়)	সদস্য
(১৮)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিবের নিম্নে নয়)	

৮। **পরিচালনা পর্ষদ এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা**।-

(১) বিটাক'র তহবিল এবং সকল প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনা;

(২) এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কমিটি গঠন করা ও কমিটিকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণসহ ইহার কার্য প্রণালী নির্ধারণ করা;

(৩) বিধি/প্রবিধি দ্বারা গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত বিটাকের কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ, পদোন্নতি'র অনুমোদন প্রদান করা;

(৪) সরকারের নীতি ও আদেশাবলীর আলোকে বিটাক পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন করা;

(৫) যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমিতির সহিত কেন্দ্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন কার্য সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদন ও নবায়ন করা;

(৬) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিটাক'র নিজস্ব কর্মচারিদের জন্য চাকুরির বিধি/প্রবিধানমালা তৈরি করা;

(৭) অন্য প্রতিষ্ঠানে বিটাক কর্তৃক সেবা প্রদানের ফি ধার্যকরণ;

(৮) বিটাক'র নীতি ও কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন করা;

(৯) সরকার অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী এবং প্রয়োজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি নিয়া খাত পুনঃউপযোজন পূর্বক ব্যয় নিয়ন্ত্রণ;

(১০) সরকারের নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে বিটাক-এর বাজেট প্রস্তাব অনুমোদন করা;

(১১) সময় সময় সরকার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা।

৯। **পরিচালনা পর্ষদের সভা**।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরিচালনা পর্ষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা পর্ষদের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে এবং তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভাপতিসহ অন্যূন পরিচালনা পর্ষদের অর্ধেক সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) পরিচালনা পর্ষদের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

১০। **কমিটি গঠন**।- পরিচালনা পর্ষদ উহার কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১১। **মহাপরিচালক নিয়োগ**।-

সরকার কর্তৃক মহাপরিচালক নিয়োজিত হইবেন। তাঁহার বেতন, ভাতাদি ও চাকুরীর শর্তাবলী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

১২। **মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা**।-

পরিচালনা পর্ষদ এর নির্দেশ সাপেক্ষে মহাপরিচালক নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ সম্পাদন করিবেন এবং এই কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য তাঁহার প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকিবেঃ

(১) মহাপরিচালক সংস্থার সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং সংস্থার সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) তিনি পরিচালনা পর্ষদ এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করিবেন;

(৩) তিনি বিটাক-এর প্রধান নির্বাহী অফিসার হিসাবে সরকার অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী সংস্থার ব্যয় নির্বাহ করিবেন;

(৪) তিনি প্রধান কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে গৃহীত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করিবেন;

(৫) পরিচালনা পর্ষদ এর অনুমোদন সাপেক্ষে তিনি তাঁহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা কেন্দ্রের অন্যান্য কর্মকর্তাদের অর্পণ করিতে পারিবেন;

(৬) তিনি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সময় সময় অর্পিত ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন;

(৭) বিধি/প্রবিধান অনুযায়ী গঠিত কমিটির সুপারিশে, পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারির নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং

(৮) পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সমিতির সহিত কেন্দ্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন কার্য সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদন ও নবায়নে মহাপরিচালক স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

১৩। **কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**।- (১) বিটাক উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এবং, সময় সময়, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ ও বিশেষ নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) বিটাকের কর্মচারীগণের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ব্যাখ্যা।- "**কর্মচারী**" অর্থে কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

১৪। **আচরন ও শৃংখলা।-**

কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি প্রতিষ্ঠানের আইন শৃংখলা পরিপন্থি কার্যকলাপের জন্য দায়ি হলে সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা অনুযায়ী বিটাক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৫। **তহবিল।-**

বিটাক কার্য পরিচালনার জন্য একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং নিম্নলিখিত উৎস হইতে তহবিল সংগৃহীত হইবেঃ

(১) সরকারি অনুদান;

(২) নিজস্ব আয়: প্রশিক্ষণ ফি, খুচরা যন্ত্রাংশের প্রস্তুত বাবদ প্রাপ্ত ফি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফি;

(৩) সরকারের অনুমোদনক্রমে বৈদেশিক ঋণ / সাহায্য;

(৪) দান ও অনুদান এবং

(৫) অন্যান্য।

১৬। **সম্পদ ও দায়।--**

(১) এই আইন জারীর অব্যবহিত পূর্বে সে সকল বাইলজ বা রেজুলেশনের অধিনে বিটাক পরিচালিত হয়েছে সে সময়ে উহার সকল সম্পত্তি ও দায় বিটাকের সম্পদ ও দায় হিসেবে থাকিবে।

(২) সরকার আদেশ দ্বারা কোনো সম্পত্তি, সম্পদ, দায় ও দায়ের অংশবিশেষ নির্ধারিত শর্তে অর্জন বা মুক্ত করতে পারিবে।

১৭। **বাজেট।-** বিটাক, প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে বিটাকের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৮। **বিটাকের অর্থ ব্যয়।--** এই আইনের ধারা ১৭ এর অধীন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাৎসরিক বাজেট বিবরণীর ভিত্তিতে যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ অর্থ ব্যয় করিতে পারিবে।

১৯। **বার্ষিক প্রতিবেদন।-** (১) বিটাক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রতি বৎসর তদকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, যে কোনো সময়, বিটাকের নিকট হইতে উহার যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন, বিবরণী বা রিটার্ন আহবান করিতে পারিবে এবং বিটাক উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২০। **অডিট।-**

(১) বিটাক-এর যাবতীয় হিসাব কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল বাংলাদেশ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইতে হইবে;

(২) বিশেষ প্রয়োজনবোধে পরিচালনা পর্ষদ এর নির্দেশক্রমে বেসরকারি চার্টার্ড এ্যাকাউন্টিং ফার্মের মাধ্যমে অন্তবর্তীকালীন/বিশেষ অডিট করানো যাইবে।

২১। **হিসাব।-**

বিটাক, বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বিধি বিধান অনুসরণ করিয়া সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করিবে।

২২। **বাজেটঃ** সরকারি নিয়ম অনুসরণ করে বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত পূর্বক পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সরকারের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

২৩। অডিট।-

(১) বিটাক-এর যাবতীয় হিসাব কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল বাংলাদেশ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইতে হইবে;

(২) বিশেষ প্রয়োজনবোধে পরিচালনা পর্ষদ এর নির্দেশক্রমে বেসরকারি চার্টার্ড এ্যাকাউন্টিং ফার্মের মাধ্যমে অর্ন্তবর্তীকালীন/বিশেষ অডিট করানো যাইবে।

২৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।-- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিটাক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের ২৬-০৫-১৯৬২ তারিখের রেজুলেশন নং-সি এন্ড পি-৯(১১)/৬২ এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট সেন্টার (পিটাক) এবং স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) হিসাবে নামকরণকৃত কেন্দ্রটি রেজুলেশন বা বাইলজ দ্বারা পরিচালিত হয়ে শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি, কারিগরি পরামর্শ প্রদানের কাজ করছে তাহা এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও,-

(ক) রহিত রেজুলেশন বা বাইলজ এর অধীন কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) সকল ঋণ ও দায়-দায়িত্ব বিটাকের ঋণ ও দায়-দায়িত্ব বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোন কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে চলমান থাকিবে ও নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন বিটাকের বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

(ঘ) সকল চুক্তি ও দলিল, যাহাতে উহা পক্ষ ছিল, বিটাকের অনুকূলে বা বিরুদ্ধে এমনভাবে বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে যেন বিটাকের উহাতে পক্ষ ছিল; এবং

(ঙ) কর্মচারীগণ যে নিয়ম ও শর্তে উহাতে কর্মরত ছিলেন, পরিবর্তিত বা পুনরাদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত, সেই একই নিয়ম ও শর্তে বিটাকের কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।

২৭। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।